পিআরএসপি নিয়ে সুপ্র

দলিলটি জাতীয় সংসদে তোলা হোক

বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের নির্দেশনায় ২০০১ সাল থেকে বাংলাদেশে পিআরএসপি দারিদ্র্য হ্রাসের কৌশলপত্র প্রণয়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। উক্ত পিআরএসপির আওতায় আইএমএফ পিআরজিএফ ঋণ পাঁচ বছর রেয়াতে দশ বছরে পরিশোধযোগ্য ০.৫% হারে ঋণ প্রদান করবে। শর্ত হচ্ছে উক্ত কৌশলপত্র হতে হবে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় তৈরি দেশীয় মালিকানাসম্পন্ন ও এমডিজিকে (Millennium Development Goal) কেন্দ্র করে এবং ১৫ বছরে প্রণীত। বিশ্বের প্রায় সব সরকারি দাতা সংস্থা পিআরএসপি প্রক্রিয়াকে গ্রহণ করে বলা হয়েছে যে এর আওতায় সহায়তাসমূহ প্রদান করা হবে। বাংলাদেশ মার্চ ২০০৩-এ মধ্যবর্তী পিআরএসপি (1-PRSP) প্রদান করে এবং জানুয়ারি ২০০৫-এর পূর্ণাঙ্গ পিআরএসপি প্রকাশ করে। প্রথম থেকে অনেক এনজিও ও নাগরিক সংগঠন এ বিষয়ে বিভিন্ন মত ও সমালোচনা করে আসছে। এর মধ্যে সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান (সুপ্র) অন্যতম, যারা কিনা এটাকে জেলা পর্যায়ে নিয়ে গেছে। সুপ্রর মৌলিক উদ্দেশ্য হলো, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ নিয়ে যেন গণবিতর্ক তৈরি হয়, সরকার যেন জনগণের বিশেষ করে গরিব মানুষের কথা শুনে এবং আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বরূপ উন্মোচন। সুপ্র মনে করে, আইএফআইসমূহের বেনিয়াবৃত্তি ও তথাকথিত মুক্তবাজার সৃষ্টির নামে উন্নত দেশ তথা বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর বাজার সৃষ্টির হস্তক্ষেপ নিয়ে যদি নাগরিক সমাজের ভেতর সমালোচনা করা হয়, তা হলে প্রগতিশীল একটি সরকারের তাদের সঙ্গে নেগোসিয়েশন করার সুযোগ বাড়ে। উল্লেখ্য, ঐসব প্রতিষ্ঠানের ও ডব্লিওটিও'র বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী জনমত ও আন্দোলন জোরদার হচ্ছে।

পদ্ধতিগত সমস্যা ও এ মুহূর্তের দাবিসমূহ

অন্যান্য অনেক দেশ পিআরএসপি তৈরি করেছে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় তাদের দেয় বিদেশী পরামর্শক নিয়ে। সে ক্ষেত্রে আমাদের সরকার বলেছে যে, তারা দেশের সম্পদ ব্যবহার করে এই দলিল তৈরি করেছে। দেশীয় পরামর্শক ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা এটাকে সাধুবাদ জানাই। আইপিআরএসপি তৈরি করার সময় গরিব মানুষের সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনা হয়েছে, ২০০৪-এ প্রত্যেক বিভাগীয় শহরে আমলাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেও আলোচনা হয়েছে, ঢাকায় নাগরিক সমাজের সাথে অন্তত দুটি পরামর্শ সভা হয়েছে, বিষয়ভিত্তিক দল করে মন্ত্রণালয় সমূহের মতামত নেয়া হয়েছে, যদিও সেখানে নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ ছিল না বললেই চলে। বর্তমানে শোনা যাচ্ছে সরকার ফেব্রুয়ারির মধ্যেই দলিলটি চূড়ান্ত করতে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে ২০টি সংগঠনের (ভিপিকেএ, বিএনএনআরসি, পিপিআরসি, টিএমএসএস, সমতা, গণসাক্ষরতা অভিযান, সলিডারিটি, সমন্বয়, স্বউন্নয়ন, উই, এসএসএস, ভয়েস, কেয়ার বাংলাদেশ, সেভ দ্য সিলড্রেন (ডেনমার্ক ও সুইডেন), ডরপ, প্রদীপ, এডিডি, দর্পণ, স্বাবলম্বী, সেড়, আইজল ও পেভ) মতামত নিয়ে সুপ্রের দাবি হচ্ছে (১) এই পূর্ণাঙ্গ পিআরএসপি'র দলিলটি চূড়ান্ত করার সময়সীমা মে ২০০৫ পর্যন্ত বাড়ানো হোক, (২) দলিলটি বাংলায় প্রকাশ করা হোক যাতে আপামর জনগণ অংশগ্রহণ করতে পারে, (৩) ন্যূনতম পক্ষে দলিলটি নিয়ে সকল বিভাগীয় পর্যায়ে ও নাগরিক সমাজের সঙ্গে নিবিড়ভাবে আলোচনা করা হোক, (৪) একটি অংশগ্রহণমূলক ওয়েবসাইট (www.gobprsp.org) চালু করা হোক, (৫) সংসদে উপস্থাপন করা হোক, বিরোধীদলীয় সদস্যদের আহবান করুন, টিভি বিতর্কের আয়োজন করুন, অন্তত সেখানে হলেও রাজনীতিকদের আমন্ত্রণ করুন।

আইপিআরএসপিতে অংশগ্রহণমূলক আলোচনায় বিভিন্ন অভিমত রীতিমত সেনসিটিভ হলেও তা জনগণের অভিমত হিসাবে তুলে আনা হয়েছে এবং লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যেমন : রাজনৈতিক দলীয় সংস্কৃতিতে দুর্বৃত্তায়ন, গণমাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রা প্রতিফলিত না হওয়া, গ্রামের মানুষের জন্য আলাদা টিভি চ্যানেলের দাবি ইত্যাদি। কিন্তু এই দলিলটিতে মানুষের দেয়া ভিন্নমত যেগুলো সেনসিটিভ সেগুলো আসেনি। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির মৌলিক বিষয় হলো আপনি বিষয়টি সমাধান করুন কিংবা না করুন ভিন্নমতগুলো হোক সেটা সেনসিটিভ তা একটা অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করে স্বীকৃতি দিতে হবে। পূর্ণাঙ্গ পিআরএসপি'র দলিল প্রণেতারা এ কাজটা না করে পদ্ধতিগত সততার মুল্যবোধকে অবহেলা করেছেন।

পদ্ধতির ক্ষেত্রে আরেকটি বড় দুর্বলতা বিশেষ করে সভাগুলো ছিল আমলা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, আমলা নন এমন অংশগ্রহণকারী যেমন এনজিও কর্মী, পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধি তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিতে পারেননি, এটা ঢাকায় বিষয়ভিত্তিক দলগুলোর ক্ষেত্রেও হয়েছে। সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয়গুলো হলো, সকল পর্যায়ে কোথাও কোন রাজনীতিবিদদের অংশগ্রহণ করানোর চেষ্টাই করা হয়নি। এমনকি জোট সরকারের সংসদ সদস্য, জেলা পর্যায়ের নেতাদেরও অংশগ্রহণ করানো হয়নি। আমাদের কথা হলো হয়তোবা রাজনৈতিকভাবে ঐকমত্য নাও হতে পারে, কিন্তু বর্তমান জোট সরকারের রাজনীতিবিদরা তো অংশ নিতে পারতো, এটা তাদের দারিদ্র্য দূরীকরণ কৌশল হিসাবে ঘোষিত হতে পারতো। এ পর্যন্ত সরকারি দলের কোনো নেতা এমনকি যেসব মন্ত্রীরা প্রতিক্ষণ কত কথা বলেন তারাও পিআরএসপি'র কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলেননি। যা হোক আমরা স্বাভাবিকভাবে সন্দেহ করতে পারি যে, ওনারা এটা পড়েছেন কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে। বিরোধীদলের নেতারাও এ বিষয়ে এখনো কোনো কথা বলেননি। ৪০-৫০ শতাংশ জনসমষ্টি যখন দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করছে তখন তাদের কাছ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণ কৌশল নিয়ে মুক্ত আলোচনা ও দিক নির্দেশনা আমাদের জাতির স্বাভাবিক প্রত্যাশা।

এনজিওদের ভূমিকা

আইপিআরএসপিতে এনজিওদের 'গরিব মানুষের প্রতিষ্ঠান বা গরিব মানুষের জন্য প্রতিষ্ঠান' হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য আইনগত পরিবর্তনের প্রস্তাবনাও করা হয়েছিল। যার ফলে স্থানীয় পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা ও অধিকার আদায়ে গরিব মানুষকে সংগঠিত করার জন্য একটা সম্ভাবনাকে ইঙ্গিত করা হয়েছিল। (সেকশন ৫.৮০-৫.৮২, আইপিআরএসপি, মার্চ ২০০৩) পূর্ণাঙ্গ পিআরএসপিতে তা বাদ দেয়া হয়েছে। গরিব মানুষের জন্য প্রতিষ্ঠান বা গরিব মানুষের প্রতিষ্ঠান হিসাবে এনজিওদের গড়ে ওঠার সম্ভাবনা রহিত করার অর্থ হলো এনজিওদেরকে

শুধু সেবা প্রদানকারী 'বাজারী ঠিকাদার' হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা, যা তৃণমূলে দায়বদ্ধ ও অধিকার আদায় প্রত্যাশী গণসমাজ গড়ে তোলার পথকে দীর্ঘায়িত করবে।

সুপ্র'র ভবিষ্যৎ কাজ ও আপনার অংশগ্রহণ জরুরি

আমরা মনে করি যে, দলিলটি প্রতিটি উন্নয়ন কর্মীরই পড়া উচিত, কারণ এখানে সরকারের নীতিগত বর্ণনার সাথে দারিদ্র্যের গতি প্রকৃতির বিশ্লেষণ রয়েছে। আমরা বাংলায় একটি সহজ সরল সংক্ষিপ্ত সার পুস্তিকা বের করবো, যেখানে পিআরএসপি'র সরকারি বর্ণনার সহজ অথচ সংক্ষিপ্ত বর্ণনার সাথে আমাদের প্রতিটি সেকশান ভিত্তিক সমালোচনা ও পরামর্শ যুক্ত থাকবে। এর সাথে সরকারের দেয়া হুবহু পলিসি ম্যাটিক্স/কর্মপরিকল্পনা বাংলা করে যুক্ত করা হবে, যাতে জনগণ মনিটর করতে পারবেন সরকার কি করার কথা ছিল, কি করলেন ও করলেন না। এই দলিলটি ফেব্রুয়ারির শেষ নাগাদ বের হয়ে যাবে। দেখুন www.supro.org অথবা যোগাযোগ করুন supro@bd.drik.net । সুপ্র এ বিষয়ে প্রতিটি বিভাগীয় ও জেলা শহরে সেমিনার ও সংবাদ সম্মেলন করার প্রত্যাশা করে এবং আশা করছে যে, আগামী এপ্রিলে একটি জাতীয় কনভেনশনের মাধ্যমে চূড়ান্ত অবস্থানপত্র প্রকাশ করা হবে। আমরা এভাবে প্রমাণ রাখতে চাই, বাংলাদেশ হচ্ছে একটি সচেতন সক্রিয় ও সরব নাগরিক সমাজের দেশ এবং আমাদের একটা ভালো ভবিষ্যৎ আছে, শুধু সরকার নয় আমরা সবাই তা নির্মাণ করবো।

সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান (সুপ্র), বাড়ি নং-১৩/৩, সড়ক নং ২, শ্যামলী, ঢাকা ১২০৭। ফোন : ০২- ৮১২৫১৮১, ৮১৫৪৬৭৩ ফ্যাক্স: ০২-৯১২৯৩৯৫।

ই-মেইল : supro@bd.drik.net, Web: www.supro.org

ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন

পত্র মিতালীতে ইচ্ছুক- ঢাকার কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েরা লিখ। - রনি, বক্স নং- ৩২০, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০।

***

নিঃসঙ্গ জীবনের বিষাদময় মুহূর্তগুলোকে মধুময় করে তুলবার জন্য সুন্দরমনের তরুণীদের সঙ্গে মিতালী করতে আগ্রহী। - সজল, বক্স নং-৩০৮, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা, sazal2000@cellemail.net

***

জীবন সাথী চাই। এই যে শুনছেন, আপনি কি সৎ, চরিত্রবান, কর্মঠ ও রুচিশীল মনমানসিকতাসম্পন্ন জীবন সাথীকে খুঁজছেন/অভিভাবক হিসেবে আদরের কন্যাকে উপযুক্ত পাত্রে পাত্রস্থ করতে চান! হ্যাঁ আপনাকেই খুঁজছি। ব্যাংক কর্মকর্তার শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে (বি.এ) কম্পিউটারে ডিপ্লোমা, সমাজকর্মী, অনেক দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং RSAতে ইমিগ্রান্ট (২৫-৫-৭´) ক্রিয়েটিভ ও হিউমেনিটেরিয়ান মাইনডেড, উজ্জ্বল হালকা-পাতলা গড়নের পাত্রের জন্য দেশ/ইউরোপ/আমেরিকা/মধ্যপ্রাচ্য/অস্ট্রেলিয়া সহ পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে বসবাসরত অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল মুসলিম ডিভোর্সি/বিধবা/কুমারী যেকোনো রঙ এবং উচ্চতাসম্পন্ন পাত্রী আবশ্যক। পাত্র বর্তমানে কৃষিভিত্তিক প্রকল্পে (এমডি) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। অনুকূল পরিবেশ ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা দিয়ে পাত্রকে দেশে/বিদেশে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম। আগ্রহীরা ছবি, ফোন, ঠিকানাসহ যোগাযোগ করুন। মিডিয়া নয়। - M. R. N Hasan, P. O. Box-39, Bogra-5800, Bangladesh, e-mail : mrhasan2004@yahoo.com.

***

A QUALITY INTERNATIONAL FOOD STORE IN TOKYO, JAPAN

HALAL

online store BATICROM
An Enterprise of Diamond Trading Company

TOKYO

www.baticrom.com

HAPPY NEW YEAR
Dcj‡¶ e¨wZµ‡gi we‡kl gj¨nvm

আংশিক মূল্য তালিকা :

কাতলা, মাগুর, শোল, নলা	৬৯৫ ইয়েন/কেজি
বোয়াল, কাজলী, কোরাল বাইম	৬৯৫ ইয়েন/কেজি
মলা, সাগরপোনা, কাকিলা, বাটা	৪৯৫ ইয়েন/কেজি
শুঁটকি (কাচকি, বাতাসি, রূপচাঁদা, ঘনিয়া, ছুরি, লটিয়া)	৪০০-৭০০ইয়েন/প্যাকেট
বাংলাদেশী রান্না মাংস (গরু, খাসী)	৯৯৫ ইয়েন/কেজি
গরু/খাসীর গোশ্ত (Beef/Mutton Cut Regular)	৮৫০ ইয়েন/কেজি

সীম, বরবটি, MIXED সবজি	৩৯৫ ইয়েন/প্যাকেট
ডাল (মসুর, মুগ, বুট, ছোলাবুট)	৩১৫ ইয়েন/কেজি
রান্নার মসলা (হলুদ, মরিচ, জিরা ধনিয়া)	৩৯৫ ইয়েন/প্যাকেট
বাংলা, হিন্দি গান+সিনেমার CD/VCD/DVD	৪৮০/৫৮০/৭৮০ ইয়েন/কপি
বাংলা (গল্প, উপন্যাস) বই	৮০০-২৫০০ ইয়েন/কপি
পোশাক : প্যান্ট, শার্ট, শাড়ি, থ্রি-পিস, পাঞ্জাবি, পায়জামা, লুঙ্গি, টুপি)	আকর্ষণীয় মূল্যে

Retail sale
Baticrom Online Store
Abankurest Itabashi Building
1-13-10 Itabashi, Itabashi-Ku, Tokyo, Japan.
Tel : 03-5943-5661, 03-3963-6636
Fax : 03-5943-5662
E-mail-info@baticrom.com

For Wholesale:
DIAMOND TRADING COMPANY
Eguchi Bldg.; 1-45-14 Ikebukuro-Honcho
Toshima-ku, Tokyo, Japan.
Tel.: (03)3590-6433 fax.: (03)3590-6434

গ্রাহক সন্তুষ্টিই আমাদের প্রতিপাদ্য !!

সাধ, সাধ্যের এক অপূর্ব সমন্বয়